৫৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬ ...

কয়েকটি জেলায় শিক্ষক পদে প্রার্থীর সংখ্যা ৪২ সহস্রাধিক

দেশের কয়েকটি জেলায় সম্প্রতি প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক পদের জন্য মোট ৪২ সহস্রাধিক আবেদন জমা পড়িয়াছে। প্রতিটি পদের জন্য গড় প্রার্থীর সংখ্যা দেড়শত। মহিলারা আবেদনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল বিবাহিত মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবেদন খাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও ব্যাংক কয়েক লক্ষ টাকা আয় করিয়াছেন। তবে প্রার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা লইয়া চিন্তায় পড়িয়াছেন কর্তৃপক্ষ। খবর ইত্তেফাকের স্থানীয় সংবাদদাতাদের।

মানিকগঞ্জ ॥ জেলার ৭টি থানা এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০টি সহকারী শিক্ষকপদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। এই শূন্য পদে ৫,৬০০ জন প্রার্থী আবেদন করে। আবেদনকারীর মধ্যে ৩,৭৭৩ জন মহিলা ও ১,৮২৭ জন পুরুষ রহিয়াছে। প্রতিটি পদের জন্য গড়ে প্রায় ২০০ জন আবেদনকারী রহিয়াছে।

ময়মনসিংহ ॥ ময়মনসিংহ জেলার ১২টি থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের ৯৮টি শূন্য পদের জন্য গত ৩১শে জুলাই দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার ৫টি দরখাস্ত জমা পড়িয়াছে। গড়ে প্রতিটি শূন্য পদের জন্য দরখাস্ত পড়িয়াছে ১৬৩ জন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়াছে। এত বিপুলসংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা লইয়া তাহারা উদ্বিগ্ন।

এক হিসাবে জানা যায়, আবেদনকারীদের নিকট হইতে জনপ্রতি ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট হিসাবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ আয় করিয়াছে ৮ লক্ষ ২৫০ টাকা এবং ১৫ টাকা হারে কমিশন বাবদ ব্যাংক আয় করিয়াছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৫ টাকা।

পাবনা ॥ পাবনা জেলার নয়টি থানার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০টি শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইলে প্রায় ৮ হাজার দরখাস্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা পড়িয়াছে বলিয়া উক্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়াছে। দরখাস্তের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশী।

গাইবান্ধা ॥ গাইবান্ধা জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে শেষ তারিখ পর্যন্ত ৮ হাজার ৯৭৪টি আবেদন জমা পড়িয়াছে। জেলার ৭টি থানার ৫৫টি শূন্য পদের বিপরীতে এ সমস্ত দরখাস্ত জমা পড়ে। গড়ে প্রতিটি শূন্য পদের জন্য ১৬৩ জন আবেদনকারী রহিয়াছে। আর প্রতি আবেদনকারী পিছু ৫০ টাকা হারে ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করিয়া, জেলা শিক্ষা বিভাগ প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা আয় করিয়াছে।

মাগুরা ॥ মাগুরা জেলার চারটি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মোট ২৩টি শূন্য পদের জন্য আবেদন পড়িয়াছে ৩ হাজার পাঁচশত ৮৯টি। গড়ে প্রতিটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সংখ্যা হইতেছে ১৫৫ জন। আবেদনকারীদের অধিকাংশ মহিলা। তাহাদের মধ্যে এম.এ. বি. এড. পিটি আই ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট প্রার্থিনির সংখ্যা অর্ধেকের বেশী। অন্যরা বি.এ ও তদনিম্নের জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা যায়: অবিবাহিতা মহিলা অপেক্ষা বিবাহিতা গৃহবধূর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। বেকারত্ব উহার কারণ বলিয়া সূত্র উল্লেখ করে।